রায়পুর উচ্চ বিদ্যালয়, পীরগঞ্জ

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভুয়া ছাত্রীর নামে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রতিনিধি, পীরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের পীরগঞ্জে রায়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অনিয়মের মাধ্যমে ভুয়া ছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বুধবার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তদন্ত করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা গীতা রানী সরকার পরিচালনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে যোগসাজশ করে বিদ্যালয়টি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছেন। ওই বিদ্যালয়ে পরিচালনা কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটিতে দাতা সদস্য অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন রেজুলেশন ছাড়াই গত ২৫ আগস্ট নোটিশ প্রদান করা হয়। নোটিশের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত দিনে কেউ টাকা জমাও দেয়নি। ফলে দাতা সদস্যবিহীন গত ১৩ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর অভিভাবক প্রার্থীদের মাঝে গত ১ ডিসেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিক্রি করা হয়। ৩ থেকে ৫ ডিসেম্বর মনোনয়ন দাখিলের দিন ধার্য করে মনোনয়নপত্র গ্রহণকারীদের মাঝে প্রকাশিত ওই ভোটার তালিকাসহ মনোনয়নপত্র বিক্রি করা হয়। এতে অভিভাবকের ৫টি পদের বিপরীতে ১২টি এবং ৩টি শিক্ষক প্রতিনিধি পদের বিপরীতে ৫টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়। পরে প্রধান শিক্ষিকা নিজ স্বার্থ হাসিলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর পেছনের তারিখ ব্যবহার করে বর্তমান সভাপতি শরিফুল ইসলাম সবুজের নাম ওই তালিকার পৃষ্ঠা নম্বর ঘষামাজা করে অপর পৃষ্ঠায় অন্তর্ভুক্ত করেন। এ ব্যাপারে প্রিসাইডিং অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে গত ৩ ডিসেম্বর লিখিত অভিযোগ করা হলে তিনি গত বুধবার সরেজমিন বিষয়টি তদন্ত করেন। এদিকে ওই বিদ্যালয়ে পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে ৯২ ছাত্রীর অভিভাবককে ভোটার করা হয়েছে। সরকারি বিধি মোতাবেক শতকরা ৩০ ছাত্রী উপবৃত্তি পাবেন। সে হিসাবে ওই বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ২১০ জন থাকার কথা। সেখানে ভোটার আছে ৯২ জন। অথচ ওই বিদ্যালয়ে ৬৯ জন ছাত্রীর নামে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। ৯২ ভোটার সংখ্যার হিসাবে উপবৃত্তি পাওয়ার কথা ২৭ জন। সেখানে সরকারি নিয়ম তোয়াক্কা না করে প্রধান শিক্ষিকা দীর্ঘদিন ধরে ৬৯ ছাত্রীর নামে উপবৃত্তি উত্তোলন ও আত্মসাৎ করে আসছেন। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা গীতা রানী বলেন, আমি প্রধান শিক্ষকের পদে থাকলেও আগে এসব কাজ কখনও করিনি। এর আগে সিনিয়র সহকারী একজন শিক্ষক ওইসব কাজ করেছে, আমি শুধু স্বাক্ষর করেছি। ওই শিক্ষক অবসরে যাওয়ায় এবারে আমি তার মতো করে করেছি।